৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৬

টপিক:

✓ প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪৬তম বিসিএস]
- ‘চতুর্দশপদী’ কবিতা-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
- ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? [৪৪তম বিসিএস]
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস]
- ‘সনেট’ কী? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- কুবের, কপিলা, শশী, কুসুম চরিত্রসমূহ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? উপন্যাস দুটির রচয়িতা কে? [৩৮তম বিসিএস]

- ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেন? [৩৪তম বিসিএস]
- বাংলা গদ্যের জনক কে? [৩৩তম বিসিএস]
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। [৩৩তম বিসিএস]
- ‘সধবার একাদশী’ কি সার্থক প্রহসন? আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কী কী? [৩২তম বিসিএস]
- ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের যে কোনো একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৩১তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন। [৩০তম বিসিএস]

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

- ✓ **জন্ম** - ১৮১৪, ২২ জুলাই
- ✓ **মৃত্যু** - ১৮৮৩, ২৩ নভেম্বর
- ✓ **জন্মস্থান** - কলকাতা
- ✓ **উপাধি** - দা ডিফেন্স অব বেঙ্গল
- ✓ তিনি ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য ছিলেন।
- ✓ প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।
- ✓ তাঁকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।
- ✓ পাদ্রী জেমস লঙ এর দেওয়া উপাধি 'ডিফেন্স অফ বেঙ্গল'।
- ✓ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে 'The Zamindar and Royats' প্রবন্ধটি রচনা করেন।
- ✓ তিনি কথ্য রীতিতে প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের লিখনরীতিতে তিনি আলালী বা হুতোমী ভাষার প্রবর্তন করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		
▪ আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ▪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) ▪ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮) ▪ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮)	▪ রামারঞ্জিকা (১৮৬০) ▪ কৃষিপাঠ (১৮৬১) ▪ অভেদী (১৮৭১) ▪ বামাতোষিণী (১৮৮১)	▪ গীতাঙ্কুর (১৮৬১) ▪ যৎকিঞ্চিত (১৮৬৫) ▪ আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)

❑ আলালের ঘরের দুলাল

* মতিলাল
* বাবুরাম পুত্র
* ঠকচাচা
* কথা: অতি আদরে লালিত পালিত সন্তান নষ্ট হয়
* প্রথম সার্থক উপন্যাস নয়

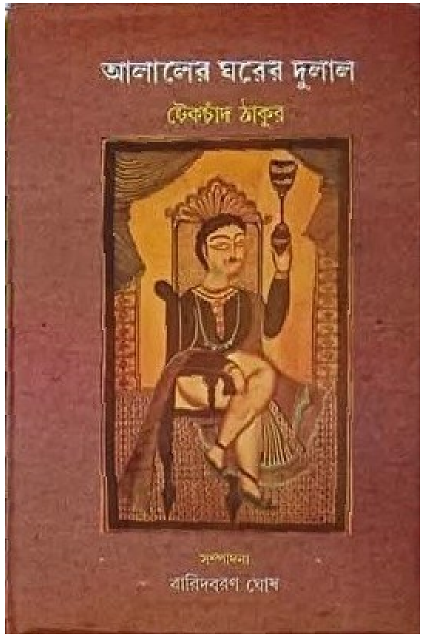

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

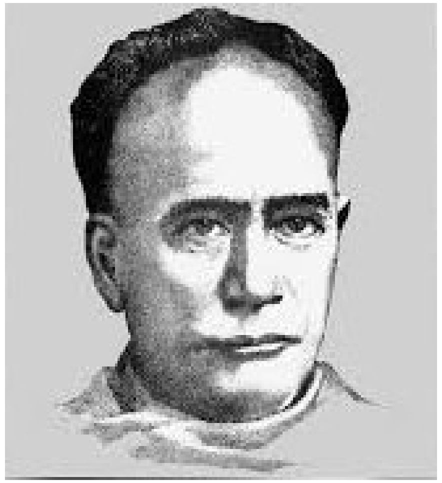

- ✓ ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ মৃত্যু - ১৮৯১, ২৯ জুলাই
- ✓ ১৮২৯ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।
- ✓ ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে হেড পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন।
- ✓ কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ নামে প্রকাশ করেছেন 'বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'।
- ✓ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অনেক আগেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হলেও তিনি গদ্যকে পূর্ণতা দেয়ায় তার উপাধি 'বাংলা গদ্যের জনক' হিসেবে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।
- ✓ তিনি স্বাক্ষর করতে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে। তার সম্পাদিত বাংলা হিন্দি এবং সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি এবং বেনামী গ্রন্থ ৫টি।
- ✓ তার সম্পাদিত পত্রিকা 'সর্বশুভকারী' (১৮৫০)।
- ✓ তার প্রচেষ্টায় ২৬ জুলাই ১৮৫৭ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন লর্ড ডালহৌসি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ সাহিত্যকর্ম

অনুবাদ গ্রন্থ	মৌলিক গ্রন্থ	শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্যবই
▪ বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)	▪ প্রভাবতী সম্ভাষণ	▪ বর্ণপরিচয় (১ম, ২য় ভাগ ১৮৫৫)
▪ মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০)	▪ নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮)	▪ বোধোদয় (১৮৫১)
▪ বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮)	▪ জীবন-চরিত (১৮৯১; মরণোত্তর প্রকাশিত)	▪ ব্যাকরণ গ্রন্থ– ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ)
▪ সীতার বনবাস (১৮৬০)	▪ রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)	▪ আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩)
▪ জীবনচরিত (১৮৪৯)	▪ শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪)	▪ শব্দমঞ্জুরী (১৮৬৪)
▪ ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)	▪ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)	▪ কথামালা (১৮৫৬)
▪ বোধোদয় (১৮৫১)	▪ বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৫৫)	▪ শ্লোকমঞ্জুরী
▪ কথামালা (১৮৫৬)	▪ “অতি অল্প হইল” এবং “আবার অতি অল্প হইল” দুখানা পুস্তক (১৮৭৩)	▪ ঋজুপাঠ
▪ শকুন্তলা (১৮৫৪)	▪ ব্রজবিলাস, যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য (১৮৮৪)	▪ বাংলা অভিধান
▪ চরিতাবলী (১৮৫৭)	▪ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

❑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সংস্কার

➢ বিধবা বিবাহ সংস্কার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

- নারীশিক্ষায় অবদান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

➢ শিক্ষা সংস্কার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

- বাল্যবিবাহ রোধ

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

❑ বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- ✓ ১৮২৪; ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কেশবপুরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ মৃত্যু - ১৮৭৩; ২৯ জুন।
- ✓ উপাধি - দত্তকুলোদ্ভব কবি।
- ✓ ১৮৪৩ সালে ১৯ বছর বয়সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নামের শুরুতে মাইকেল শব্দ যোগ করেন।
- ✓ ‘Timothy Pen poem’ ছদ্মনামে ইংরেজি কবিতা লিখতেন।
- ✓ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি।
- ✓ তিনিই বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক।
- ✓ বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা ও প্রথম সার্থক নাট্যকার।
- ✓ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এর অনুসরণে তিনি বাংলা সনেটের প্রবর্তন করেন।
- ✓ তার চতুর্দশপদী কবিতাবলী আজ অবধি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সনেট সংকলন হিসেবে স্বীকৃত।
- ✓ মধুসূদন দত্ত প্রথম প্রহসন রচয়িতা, প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা এবং বাংলা গীতি কবিতারও প্রথম রচয়িতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	নাটক	সম্পাদিত পত্রিকা	প্রহসন
▪ মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)	▪ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)	▪ Spectator	▪ একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)
▪ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)	▪ পদ্মাবতী (১৮৬০)	▪ Hindo Patriot	▪ বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)
▪ ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)	▪ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	▪ Athenaeum	**ইংরেজি কাব্য**
▪ বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)	▪ সুভদ্রা (নাট্যকাব্য)	▪ Hindu chronicle	▪ The Captive Ladie (১৮৪৯)
▪ চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)	▪ মায়াকানন (১৮৭৪)		

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- মেঘনাদবধ কাব্য

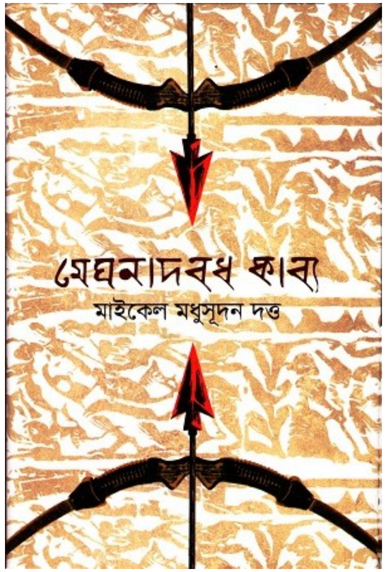

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

❑ বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)

(১) শকুন্তলা → দুষ্মন্ত
(২) তারা → সোম
(৩) দ্বারকানাথ → রুক্মিণী
(৪) দশরথ → কৈকেয়ী
(৫) লক্ষ্মণ → সূর্পনখা
(৬) অর্জুন → দ্রৌপদী
(৭) দুর্যোধন → ভানুমতি
(৮) নীলধ্বজ → জনা
(৯) শান্তনু → জাহ্নবী
(১০) জয়দ্রথ → দুঃশলা
(১১) পুরূরবা ← উর্বশী

৪র্থ পত্রকাব্য

১১টি পত্র — ২১টি লিখিত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

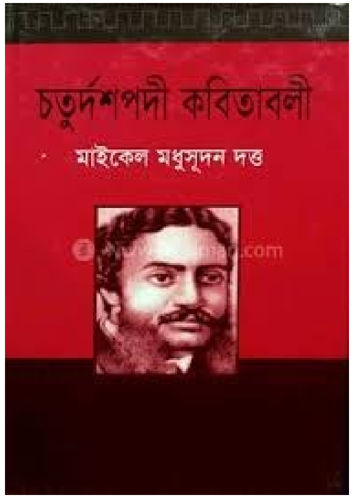

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- একেই কি বলে সভ্যতা?

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

- মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

- ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের নায়ক কে এবং কেন?

রাবণ

protagonist

➢ ‘সনেট’ কি? মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

১৪

১৪

৮

৬

অন্ত্যমিল

অমিত্রাক্ষর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

➢ 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের পরিচয় দিন?

ভক্তপ্রসাদ

জমিদার চরিত্র

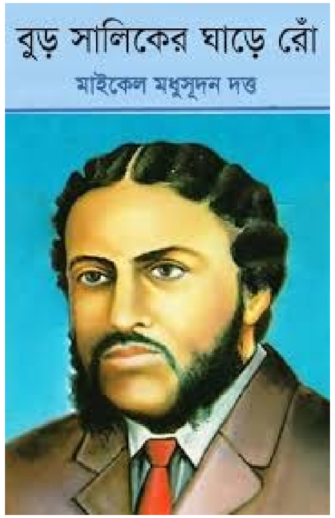

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

- ✓ ১৮৩০ সালের ১০ এপ্রিল চৌবেড়িয়া, নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ মৃত্যু - ১৮৭৩, ০১ নভেম্বর।
- ✓ তার পিতামাতা নাম রেখেছিলেন 'গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র'।
- ✓ ১৮৭১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।
- ✓ নীলদর্পণ (১৮৬০) তার শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ রচনাও।
- ✓ সমকালীন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রহসন রচনা করেও খ্যাতি অর্জন করেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

❑ সাহিত্যকর্ম

নাটক	প্রহসন	গল্প	কাব্যগ্রন্থ
▪ নীলদর্পণ (১৮৬০) ▪ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) ▪ লীলাবতী (১৮৬৭) ▪ কমলে কামিনী (১৮৭৩)	▪ সধবার একাদশী (১৮৬৬) ▪ বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ▪ জামাই বারিক (১৮৭২)	▪ যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১৮৭২) ▪ পোড়া মহেশ্বর (১৮৭২)	▪ সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ –১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ–১৮৭৬) ▪ দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

- নীল দর্পণ

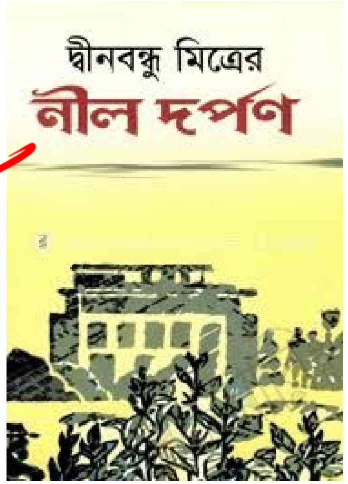

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

- ❑ সধবার একাদশী

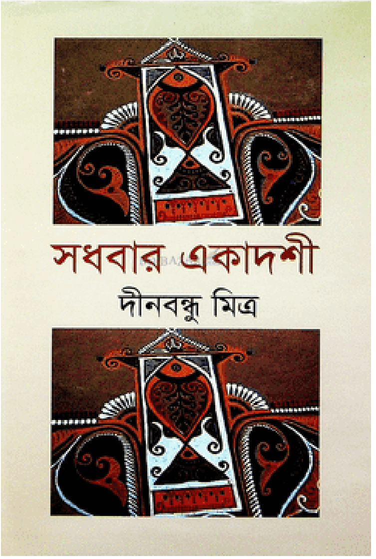

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

- ✓ কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন - বিহার জেলার সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে (১৯ মে, ১৯০৮)।
- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস – জননী।
- ✓ 'জননী' উপন্যাসের প্রকাশ পেয়েছে – নারীর জননী জীবনের নানা স্তর।
- ✓ 'পদ্মানদীর মাঝি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় – 'পূর্বাশা' পত্রিকায়।
- ✓ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে – প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত একটি গোষ্ঠীর কাহিনি।
- ✓ 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র – কুবের, হোসেন মিয়া, গণেশ, ধনঞ্জয়, কপিলা, মালা, শীতলবাবু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনার প্রথম দিকে প্রয়োগ ঘটান – ফ্রয়েডীয় চেতনার।
- ✓ তাঁর জীবনের শেষ ভাগে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন – মার্কসীয় দর্শন দ্বারা।
- ✓ তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' হচ্ছে – মনস্তাত্ত্বিকমূলক উপন্যাস।
- ✓ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় প্রকাশ পেয়েছে – বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট।
- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প – অতসী মামী ['বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যা- ১৩৩৫]
- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে- বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণধর্মিতা।
- ✓ 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্র নির্মাতা – গৌতম ঘোষ।
- ✓ মৃত্যুবরণ করেন – ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	গল্পগ্রন্থ	প্রবন্ধ গ্রন্থ
▪ জননী (১৯৩৫) ▪ দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) ▪ পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ▪ পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) ▪ শহরতলী (১৯৪০) ▪ অহিংসা (১৯৪১) ▪ শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬) ▪ চতুষ্কোণ (১৯৪৮) ▪ জীয়ন্ত (১৯৫০) ▪ সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১) ▪ চিহ্ন (১৯৪৭) ▪ স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১) ▪ ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২) ▪ আরোগ্য (১৯৫৩) ▪ হরফ (১৯৫৪) ▪ হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)	▪ অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫) ▪ প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭) ▪ মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) ▪ সরীসৃপ (১৯৩৯) ▪ বৌ (১৯৪৩) ▪ সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) ▪ ভেজাল (১৯৪৪) ▪ হলুদ পোড়া (১৯৪৫) ▪ আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) ▪ ছোটবড় (১৯৪৮) ▪ ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯) ▪ শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০) ▪ ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)	▪ লেখকের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

- পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

- পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

❑ ছোটগল্প ও মানিক

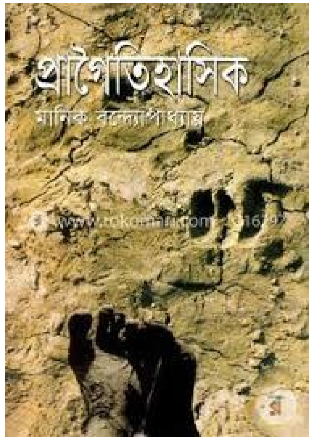

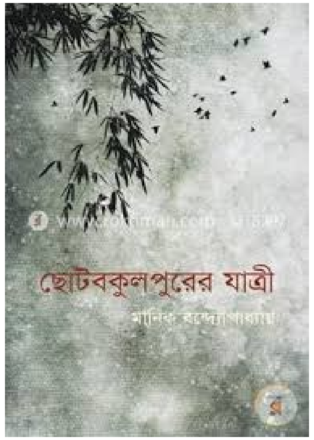

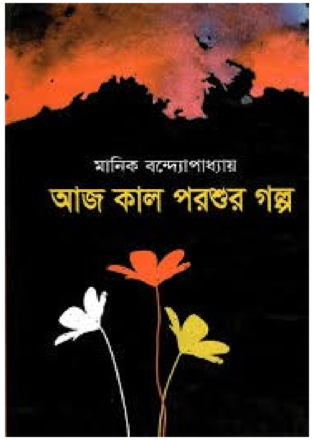

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
উদ্ভাস-উন্মেষ